R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

সঞ্চয় জগতে এক অবিস্মরণীয় নাম :
অরুণোদয় সেভিংস এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট (ই) লিমিটেড
গভঃ রেজিঃ নং ৩৯০০৫
হেড ও রেজিঃ অফিস :
বারুইপাড়া, কালনা (বর্দ্ধমান)
শাখা অফিস :
ফুলতলা. রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ ও দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুবীমার সুযোগ নিন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ভি ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ
ব্রাঞ্চ : ষ্টুডিও চিত্রশ্রী-২
রঘুনাথগঞ্জ ॥ ফুলতলা
এজেণ্ট : স্ন্যাপ কালার ল্যাবঃ

৭৭শ বর্ষ ৩৬শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৯ই মাঘ বুধবার, ১৩৯৭ সাল ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৯১ সাল। | নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা বার্ষিক ২৫৲

জেলার তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরগুলো অফিসারের অভাবে প্রায় অচল

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য অফিসে দীর্ঘ দেড় বছরের উপর কোন তথ্য আধিকারিক নেই বলে জানা যায়। তদানীন্তন আধিকারিক সৌভীন দাস এখান থেকে বদলী হয়ে রামপুরহাট চলে গেলেও তাঁকে যৌথভাবে এই মহকুমার কাজ চালাতে আদেশ দেওয়া হয়। তার ফলে তখন থেকেই এই অফিসের কাজকর্মে ডামাডোল শুরু হয়েছে। এর পর এখানকার দায়িত্ব ভার নেন স্বয়ং জেলা তথ্য আধিকারিক। কিন্তু সুদূর বহরমপুর থেকে তাঁর পক্ষে এই অফিস চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। বর্তমানে এই অফিসে ক্লার্ক, পিওন, অপারেটর, ফিল্ড অফিসার নিয়ে দশজন ষ্টাফ আছেন। কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ তথ্য অফিসের বিল্ডিং রুম বেলা তিনটের পর প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। কোন খবরের ব্যাপারে যোগাযোগ করলে সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। এর কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে বোঝা যায় ঊর্ধতন অফিসার না থাকাতে প্রায় ষ্টাফই নিয়ম মাফিক অফিস করেন না। এবং বেশীর ভাগ কর্মীই বাইরে থেকে নিজের খুশি মত আসেন যান। একই হাল জেলার আর একটি মহকুমা কান্দীতে। সেখানেও দীর্ঘ দিন থেকে কোন আধিকারিক নেই। লালবাগ মহকুমা তথ্য আধিকারিককে দিয়ে কান্দীর কাজ চালানো হচ্ছে বলে খবর। সদর মহকুমাতেও তথ্য আধিকারিকের পদে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্র)

আড়াই বছর পর সোসাইটি খুললো কিন্তু চলবে কত দিন

জঙ্গিপুর : রঘুনাথগঞ্জ থানা কোঃ অপঃ মার্কেটিং সোসাইটি দীর্ঘ আড়াই বছর বন্ধ থাকার পর গত নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে পুনরায় কাজ শুরু করেছে বলে জানা যায়। ১৯৮৮ সালের মে মাসে আর্থিক অবস্থার মন্দা দেখা দেওয়ায় কর্মীদের অজ্ঞাতে হঠাৎ সোসাইটির ঝাঁপ বন্ধ করে দেওয়া হয়। রঘুনাথগঞ্জের ১নং ব্লকের কোঃ অপঃ ইন্সপেক্টর চণ্ডীচরণ মুখার্জী, যিনি এই সোসাইটির এক্সিকিউটিভ অফিসার ছিলেন, তিনি কোন কারণ না দর্শিয়ে এক তাৎক্ষণিক নোটিশে সোসাইটির কাজ বন্ধ করে দেন। সোসাইটির দু'জন কর্মচারী এই নোটিশ অগণতান্ত্রিক ও বে-আইনী বলে প্রতিবাদ জানিয়ে অফিসে উপস্থিত হয়ে হাজিরা খাতায় সই করতে গেলে উক্ত এক্সিকিউটিভ অফিসার তাঁদের বাধা দেন। কিন্তু কর্মচারীরা এই আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে বন্ধ দুয়ারে হাজিরা দিয়ে অবস্থান চালান। সম্প্রতি বেনফেড জুট করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার কাছ থেকে মুর্শিদাবাদ সেন্ট্রাল কোঃ অপঃ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কয়েক লক্ষ টাকা পাট কেনার জন্য পাওয়ায় এই সোসাইটি খোলার কারণ বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। কর্মীদের নভেম্বর মাসের বেতনও ডিসেম্বরে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কর্মীদের ও পাট চাষীদের অভিযোগ চেয়ারম্যান মঃ মুসার গাফিলতিতে এই সংস্থায় আবার লালবাতি জ্বলতে পারে। কেন না তিনি পাট কিনে চাষীদের টাকা ঠিকমত মিটাচ্ছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে। চাষীদের টাকা মিটিয়ে দেবার ব্যাপারে তিনি অযথা হয়রান করছেন। সোসাইটির অফিসে টাকা রাখার সুব্যবস্থা থাকলেও তিনি তার সদ্ব্যবহার না করে রঘুনাথগঞ্জে তাঁর নিজস্ব সাইকেলের দোকানে টাকা রাখছেন ও সেখানে গিয়ে টাকা নিয়ে আসতে চাষীদের বাধ্য করছেন। ফলে মিঠিপুর, (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফরাক্কা থানায় সি পি এমে ব্যাপক ভাঙন

ধুলিয়ান : গত কয়েক সপ্তাহে ফরাক্কা থানা এলাকার সি পি এম সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক ভাঙন দেখা দিয়েছে। অঞ্চলের প্রায় ১০০০ জন দলীয় কর্মী দলত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগ দেন বলে খবর। ফরাক্কা পঞ্চায়েত সমিতির সি পি এম সদস্য বাইতুল সেখ এক সাক্ষাৎকারে জানান—সি পি এম নেতাদের কাজ কর্মে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির প্রচেষ্টা তাঁদের মত দীর্ঘ দিনের দলীয় কর্মীদের দল ছাড়তে বাধ্য করেছে। চাকরী, ঠিকাদারী প্রভৃতি ব্যাপারে টাকা নিয়ে কাজ পাইয়ে দেবার কারবার দিন দিন বাড়ছে। এ সব দেখেই তাঁরা দলত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি আমাদের প্রতিনিধিকে জানান—দলত্যাগীদের মধ্যে তিন ছাড়াও অন্যান্য (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

বি এল আর ও র বিরুদ্ধে বে-আইনী কাজের অভিযোগ

জঙ্গিপুর : রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের বি এল আর ও র বিরুদ্ধে সি পি এমকে সন্তুষ্ট করতে বে-আইনী কাজের অভিযোগ উঠেছে। উল্লেখ্য উক্ত বি এল আর ও এমদাদুল হকের অফিসে গত ২ জানুয়ারী এল ডি সি পদে এ দাস ও পি সরকার এবং ৩ জানুয়ারী ডি দে ও টি, মুখার্জী চাকরীতে যোগ দেন। কিন্তু জয়েনিং রিপোর্ট উপরে পাঠাবার সময় ৩ জানুয়ারী সব শেষে যে টি মুখার্জী কাজে যোগ দিয়েছেন তাঁকে ২ জানুয়ারী সর্ব প্রথম জয়েন দেখানো হয়। জানা যায় সি পি এমের জনৈক জেলা নেতাকে খুশি করতেই এই অবৈধ কাজ করা হয়েছে। এই ঘটনা ফাঁস হয়ে গেলে এস ডি এল এল আর ও র চেম্বারে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই মাঘ বুধবার ১৩৯৭ সাল

২৩শে জানুয়ারী

আজ ২৩শে জানুয়ারী, সবঙ্গ-ভারত তথা সমগ্র পৃথিবীর আত্মস্বার্থহীন-যুবপ্রেরণার বিরাট প্রতীক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন। দেশের নানা প্রান্তে নেতাজীর জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইতেছে। জাগ্রত যুবমনের পরমপ্রিয় এই নায়কের বিপুল কর্মনিষ্ঠা, দেশমাতৃকার স্বার্থে প্রাণ-উৎসর্গের আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া সঙ্কল্প গ্রহণ করা হইতেছে। বিবিধ অনুষ্ঠানাদির মধ্য দিয়া কর্মবীর এই পুরুষকে স্মরণ করা হইতেছে।

কিন্তু যাহাই করা হউক না কেন, আজ সব কিছুতেই যেন অনুষ্ঠানসর্বস্বতা পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রতি ক্ষেত্রেই অনুষ্ঠান মানসিকতার প্রাধান্য; যে আদর্শের মূল্য মনে-প্রাণে সঞ্চারিত হওয়া উচিত, কার্যত তাহা হইতেছে না। কী এক বিভ্রান্তি ও নৈরাশ্যের মধ্যে আজ সকলে দিশাহারা। ফলতঃ নানা বিরুদ্ধ-প্রবৃত্তি তাহাদের মনে জাগিয়া উঠিতেছে। দেশকে দিনের পর দিন দুর্বল করা হইতেছে। এই অবস্থায় নেতাজীর মানসিকতার অবমূল্যায়ন ঘটান হইতেছে। কেন এইরূপ হইতেছে; তাহা ভাবিবার কথা।

বস্তুতঃ নেতাজীর সম্বন্ধে যে মূল্যবোধ আমাদের রাজনৈতিক স্তরে থাকা সমীচীন ছিল, তাহা পূর্বাপর উপযুক্তভাবে হয় নাই। বরং সেক্ষেত্রে নানাভাবে অনাদর ও অবহেলা প্রকট হইয়াছিল বলিয়া অনেকের ধারণা। নেতাজীর অন্তর্দ্ধান ও তাঁহার মৃত্যুর প্রচার ব্যাপারে তদন্ত বিষয়ে সরকারী পদক্ষেপ যেভাবে হওয়া প্রয়োজন ছিল, তাহা ঠিকমত হয় নাই। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের এক বিরাট পরিপ্রেক্ষিত লইয়া হয়ত সব কাজ করা হইয়াছিল। দেশের জনগণকে তাহা সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই।

কিছুদিন হইল, নেতাজীর সোনাবাঁধান দাঁত-এর উল্লেখ করিয়া তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনায় তাঁহার মৃত্যু হওয়ার বিষয়কে সমর্থন করা হইয়াছে। অপর এক পক্ষ বলিয়াছেন যে, সাইবেরিয়ার কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় ষ্টালিনের নির্দেশে নেতাজীকে হত্যা করা হইয়াছিল। মতের সমর্থনে উভয়েই নানা বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইলেও সরকারী নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। ষ্টালিনের নির্দেশেই যদি নেতাজীকে হত্যা করা হইয়া থাকে, সরকারী স্তরে তাহার সপ্রমাণ দরকার। আর সেইজন্যই সরকারকে এই ব্যাপারে উদ্যোগী হইতে হইবে। রুশ-ভারত সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ থাকা প্রয়োজন। তবু সত্যের উদ্‌ঘাটন হওয়া উচিত। পৃথিবীবরেণ্য এই নেতার পরিণতি যাহাই হউক, রহস্যের বেড়াজাল হইতে তাহাকে বাহির করিয়া আনিতে হইবে। আর এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারী হস্তক্ষেপ তথা প্রকৃত কর্মনিষ্ঠা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

জঙ্গিপুর কলেজ প্রসঙ্গে

দীর্ঘ দুই বৎসর অতিবাহিত হতে চলেছে আমার এই মহাবিদ্যালয়ে। তাই প্রসঙ্গক্রমে বলতে চাই আমাদের অবস্থা। প্রথম বর্ষের দিনগুলি ভালোই কাটছিল। এমনি করে এক এক করে মাসের পর মাস গড়িয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না। প্রথম বর্ষ শেষ হবার ঠিক আগে যখন বুঝতে পারলাম তখন থেকে উর্দ্ধশ্বাসে পড়াশুনা আরম্ভ করলাম। এইভাবে কিছুদিন যাবার পর শুনি পরীক্ষা হবে না—কেন না বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য পরীক্ষার জন্য ক্লাস বাদ পড়বে। এই পরিস্থিতিতে থাকলো আমার উর্দ্ধশ্বাসের পড়াশুনা শুরু হল দ্বিতীয় বর্ষ। ঠিক পূর্বের মতই শুরু হল দিনগুলি। শেষ হতে চললো বৎসর। এবার টেস্ট পরীক্ষা। পরীক্ষার্থী দরকার। কাজেই আমরা পরীক্ষার আগেই ইউনিভারসিটির কাছে Sentup candidate। জানি না কোন বিভাগের কি হাল। আমার কলা বিভাগের কথা বলি। প্রতিটি বই-এর উপর তিনশত করে নম্বর নির্ধারিত। হঠাৎ একদিন নোটিশ বোর্ডে দেখি টেষ্ট পরীক্ষার সময়সূচী। দেখে প্রথমতঃ অবাক কেন না তিনশত নম্বরের প্রশ্ন একদিনে (তিন ঘন্টায়)। যাঁরা পরীক্ষা দিয়েছে সেই দাদাদের বললাম কিভাবে নির্বাচন হয়—বলল এইভাবেই। সুতরাং আমাদের পক্ষ নিয়ে যদি আপনি সম্পাদকীয় স্তম্ভে অধ্যাপক ও বুদ্ধিজীবীদের এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাহলে নিশ্চয়ই এর কিছুটা সুরাহা হতে পারে।

জঙ্গিপুর মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের পক্ষে
সুপ্রিয়কুমার দাস, ফতুল্লাপুর

লোক গণনার কাজ চালাতে আর সব বন্ধ

জঙ্গিপুর : সরকারী এক আদেশ বলে আদম সুমারীর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী প্রতিটি দপ্তরকে ঋণ দান কর্মসূচীসহ সব উন্নয়ন কর্মসূচী আপাতত বন্ধ রেখে লোক গণনার কাজ শেষ করতে বলেছেন বলে খবর।

কুশাঙ্কুরের কালি-কলম

পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে গ্রামগঞ্জের এখানে ওখানে, চাতালে চত্বরে, মণ্ডপে প্যাণ্ডেলে, দেউলে দেবালয়ে, ঘরে ও ঘরের বাহিরে অনুষ্ঠিত হয়েছে বাণী বন্দনার অসামরিক ও সমাইক বেশ কিছু ভারী সংখ্যক অনুষ্ঠান। নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের আপন বৈশিষ্ট্য অথবা নূতনত্ব তুলে ধরার প্রয়াস তারই মাঝে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে উঠেছে। তাদের মাঝে যে কিছু সপ্রশংস তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাণীর অর্চ্চনায় শত শত সারস্বতদের এমন সোৎসাহ আত্মনিয়োগ—দেখে খারাপ লাগে না। অবশ্য ভাল লাগা উচিত। কিন্তু ভাল লাগার কথাটা উচ্চারণ করতে যেন কেমন বাধ বাধ ঠেকে যায়। উৎসাহী সারস্বতদের চাঁদা আদায়ের কার্য্যকাল হতে পূজামণ্ডপে অঞ্জলিদানের মন্ত্রপাঠের সময় পর্য্যন্ত তাদের বিদ্যাচর্চ্চা বহর দেখে। চাঁদা যাঁরা আদায় করতে আসেন—তারা অনেকেই হয়তো বিদ্যালয়ের পাঠরত ছাত্র। তাদের অনেকের আচরণ এক এক সময় এমন অশোভন দেখায় তাতে তাবৎকালের আর্য বচন—'বিদ্যা দদাতি বিনয়ম' কথাটির সত্যতা ভুল হয়ে যায়। মনে হয় একালের বিদ্যাদেবীর ভক্ত (!) সারস্বতদের জন্য অন্ততঃ উক্ত বাক্যটির পরিমার্জন হওয়া দরকার। তা না হলে চাঁদা দাতাদের যন্ত্রণাবিদ্ধ মানসিকতা নিয়ে রুদ্রবাক-মগ্নচৈতন্য হয়ে থাক ছাড়া গত্যন্তর আছে বলে মনে হয় না। মজার ব্যাপার—এই সারস্বতবৃন্দের অনেকেই তাদের আরাধ্য দেবীর নামের বানান পরীক্ষার খাতায় লিখতে গিয়ে দুষ্টা সরস্বতীর কোপে পড়ে নাকানি চুবানি খায়। মজা লাগে পূজারত বাণী পুত্রদের "বিদ্যাস্থানে ভয়েব চ" মন্ত্র পাঠের নিনাদিত কণ্ঠস্বরের কোরাস সুর শুনে। পূজামণ্ডপে মন্ত্রের এমন বিকৃত ভুল উচ্চারণ হাস্যরসের উদ্দীপন হলেও বিদ্যাস্থানে "ভয়" এর মত এমন সব ভুল মন্ত্রোচ্চারণের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকলে তমশার তীরে আলোক বন্দনার অর্থ কি ব্যর্থ হয়ে যায় না? পূজাকে উপলক্ষ্য করে আনুষ্ঠানিক আড়ম্বরের আতিশয্যে মত্ত হয়ে থাকার মধ্যে এবং মৃন্ময়ীকে নিয়ে উদ্দাম পথনৃত্যের বেলেল্লাপনার মধ্যে দিয়ে কখনই সারস্বতদের অন্ধকার হতে আলোতে অজ্ঞান হতে জ্ঞানলোকে আসার প্রার্থনা সফল হতে পারে না। সংযত আচরণে, সনিষ্ঠ চর্চায়, শীলিত চর্য্যায় যেদিন বাণীর সাধকেরা হবে নিয়োজিতপ্রাণ সেদিন মৃন্ময়ী জননী চিন্ময়ী-রূপেই নিয়ে যাবেন তাদের—আলোকের ঝর্ণাতলায়।

মনিগ্রামে চার্চের খৃষ্টমাস উৎসব

সাগরদীঘি: মনিগ্রাম ক্যাথলিক চার্চ এবার খৃষ্টমাস সপ্তাহ পালন করেন ২৪ ডিসেম্বর রাত্রি থেকে ১ জানুয়ারী পর্যন্ত নানা উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। ২৪ ডিসেম্বর রাত্রি ৯টায় যিশুর আবির্ভাব অনুষ্ঠানে প্রার্থনা সভা হয় এবং রাত ১২টার পর বস্ত্রদান ও সারারাতব্যাপী নৃত্যগীত অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ ডিসেম্বর সকালে বিশ্ব-শান্তি প্রার্থনা সভা হয়। দুপুরে খেলাধূলা ও সন্ধ্যায় লোকনৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। হাজার হাজার মানুষ যিশুর আবির্ভাব প্রদর্শনী দেখতে আসেন। চার্চের ফাদার এসকেভিয়া সকলকে সুখে ও শান্তিতে পাশাপাশি বাস করার আহ্বান জানান। ২৭ ডিসেম্বর মহকুমা হাসপাতালে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়। ২৮ ডিসেম্বর বোখারা ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ধলসা গ্রামের রাস্তা মেরামত করেন জিয়াগঞ্জ ও কলিকাতার ডনবস্কো বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। ২৯ ডিসেম্বর সাগরদীঘি হাসপাতাল পরিষ্কার করা হয় এবং ১ জানুয়ারী '৯১ শিশুদের এক ক্রীড়ানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

নবভারত স্পোর্টিং ক্লাব আবার শিরোনামে

মির্জাপুর: মুর্শিদাবাদ জেলা স্পোর্টস্ এ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় জেলা স্পোর্টসে স্থানীয় নবভারত স্পোর্টিং ক্লাব আবার তাঁদের সাফল্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, সর্বাণী বৈকণ্ঠা ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান এবং করুণা সরকার, জালালউদ্দিন, পুলক দাস, নীলিমা দাস, আস্তার সেখ, হাবিবুর রহমান ও নূরনবি বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী হন। পুলক দাস ও নীলিমা দাস নিজ নিজ বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করে রাজ্য প্রতিযোগিতায় জেলার হয়ে অংশ গ্রহণ করেন। আরো জানা যায় এই ক্লাবের সদস্যা ও জনপ্রিয় এ্যাথেলিটস্ বর্ণা দাস ইউনাইটেডনেশন ডেভেলাপমেন্ট প্রোগ্রামের প্রকল্প উন্নয়নের ভার নিয়ে দুই বছরের জন্য শ্রীলঙ্কায় রয়েছেন।

সি পি এম মস্তানদের হাতে বি জে পি কর্মী প্রহৃত

জঙ্গিপুর: রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের সেকেন্দ্রা গ্রাম বেশ কিছুদিন শান্ত থাকার পর আবার অশান্ত হয়ে উঠেছে। গত ৬ জানুয়ারী কুখ্যাত খেজুরতলা ঘাটের প্রধান অংশীদার সি পি এমের মাতব্বর প্রায় দুশো সি পি এমের সমর্থক নিয়ে সেকেন্দ্রার অনিল দাসের বাড়ী আক্রমণ করে ও তাঁকে অপহরণ তুলে নিয়ে গিয়ে মারধোর করে। মস্তানদের নেতৃত্ব দেয় হাকিম সেখ ও জিতু ঘোষ। অনিলের বাবা ও ভাইরা তাঁকে বাচাতে গেলে তাঁরাও প্রহৃত হন। পুলিশ এসে অনিলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। এদিকে বি জে পির থানা সম্পাদক অনুপ সরকার থানায় অভিযোগ দায়ের করা সত্বেও পার্টির চাপে পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করেনি বলে সোচ্চার বি জে পি। সি পি এম রটনা করছে ঘটনা মিটমাট হয়ে গেছে। জানা যায় অনিলের বাবাকে ভয় দেখিয়ে মিটমাটের চেষ্টা চলছে। কিন্তু অনিল রাজী নয়। এর পর থেকেই অনিলকে বাড়ীতে পাওয়া যাচ্ছে না বলে খবর। পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে বি জে পি বৃহত্তর আন্দোলনে নামছে বলে দলের সূত্র থেকে জানা যায়।

ইউ বি আই এর মাধ্যমে ষ্টাইপেণ্ড বিলি হলো

রঘুনাথগঞ্জ: খবর জেলায় এই প্রথম ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার মাধ্যমে উচ্চ মাধ্যমিকের সিডিউল্ড কাষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ড বিলির ব্যবস্থা হলো। স্থানীয় ইউ বি আই এর মাধ্যমে গত ১৭ নভেম্বর ৩৫ জনের ষ্টাইপেণ্ড বিলি হলো ১৫৪৪৪ টাকা। কিন্তু জোতকমল ইউ বি আই এর কাছে যে লিস্ট আসে তাতে ২০০ টাকা যোগে ভুল থাকায় তা ফেরৎ যায়। দীর্ঘ এক মাস কুড়ি দিন পর সংশোধিত লিস্ট এলে সেই অনুযায়ী গত ৭ ডিসেম্বর ৩৭ জন ছাত্র-ছাত্রীকে মোট ১৪৮৪০ টাকা বিলি করা হয়।

ছাত্র দরদী শিক্ষকের অবসর গ্রহণ

নিমতিতা: স্থানীয় গৌরসুন্দর দ্বারকানাথ বিদ্যায়তনের সহ-প্রধান শিক্ষক জীবেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী সুদীর্ঘ ৪০ বৎসরের শিক্ষক জীবনের কর্ম সমাপনান্তে যবনিকার অন্তরালে চলে গেলেন। গত ৫-১-৯১ বিদ্যালয়ে তাঁকে আনুষ্ঠানিক বিদায় জানানো হয়। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির একনিষ্ঠ সদস্য, বরিষ্ঠ এক ধ্রুপদী শিক্ষকের এই বিদায় অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কার্য-নির্বাহক সমিতির সদস্যগণ ছাড়াও অনেক প্রাক্তন ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, বর্ষীয়ান বন্ধুবান্ধব তাঁর মত শিক্ষকের অভাব কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করলেন। শিক্ষকতার মহান ব্রতে শ্রীগোস্বামী হলেন নাম-যশ-দক্ষতা-যোগ্যতা-কৃতিত্ব আর মানবিকতার এক উজ্জ্বল উপস্থিতি। তাঁর অভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান এবং সাংস্কৃতিক জীবনে অনেক বাধা সৃষ্টি করবে। বিদায়ী শিক্ষক প্রদত্ত অভিভাষণটি ছিল বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে নিবেদিত সাহিত্যসুষমা-মণ্ডিত স্মৃতি-সুধা-পূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

মোকাম জঙ্গিপুর দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত

মো: নং ৫০/৯০ মিস, এল, আর

দরখাস্তকারী		অপর পক্ষ
মদনচন্দ্র দাস দিং	বনাম	সাজীনগর-মালঞ্চা
সাং+পোঃ মালঞ্চা		গ্রাম পঞ্চায়েত
থানা সাগরদীঘি		সাং+পোঃ মালঞ্চা
জেলা মুর্শিদাবাদ		থানা সমসেরগঞ্জ
		জেলা মুর্শিদাবাদ

এতদ্বারা জেলা মুর্শিদাবাদ, থানা সমসেরগঞ্জ অধীন সাজীনগর-মালঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েতের সহিত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে উপরোক্ত দরখাস্তকারী পক্ষ অত্রাদালতে অপর পক্ষের নামে খরিদ গত ইং ৭-২-৯০ তারিখের চূড়ান্ত রেজিষ্ট্রীকৃত নিমতিতা সবরেজিষ্ট্রী অফিসের ১৯৮৮ সালের I 7362 নং খোস কবলায় লিখিত সম্পত্তি অগ্র ক্রয় করিবার প্রার্থনায় পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনের ৮ ধারায় দরখাস্ত প্রদান করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমা বিষয়ে আপনাদের কোন স্বার্থ বা বক্তব্য থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারের এক মাস মধ্যে অত্রাদালতে উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমায় পক্ষ ভুক্ত হইয়া পেশ করিবেন।
অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

আদালতের পক্ষে—
By Order
Sherestader 2nd Munsif, Jangipur

মোকাম জঙ্গিপুর দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত

মো: নং ৮৭/৮৮ P. S.

বাদী	বঃ	বিবাদী
মদনচন্দ্র দাস		ভানুবালা দাসী দিং

দেওয়ানী কার্য্য বিধির হুকুম ১—নিয়ম ৮ মতে বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু বাদী পক্ষ বিবাদী পক্ষ বিরুদ্ধে লিখিত সম্পত্তি লইয়া অত্রাদালতে সংশ্লিষ্ট শরিকগণের সহিত বিভাগ বন্টন জন্য উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার অন্যতম বিবাদী 'সাজীনগর-মালঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েত' হইতেছেন। উক্ত অঞ্চলের সকল স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে এই নোটীশ দ্বারা আহ্বান করা যাইতেছে যে এই মোকর্দ্দমায় তাহাদের কোন বক্তব্য থাকিলে এই নোটীশ জারীর পনের দিন মধ্যে অত্রাদালতে হাজির হইয়া বক্তব পেশ করিবেন। অন্যথায় আইন নির্দিষ্টভাবে বর্তমান মোকর্দ্দমা বিচার হইবে।
জঙ্গিপুর দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত পক্ষে সেরেস্তাদার

By Order
Sherestader, 2nd Munsif, Jangipur

শ্রমিক আন্দোলন মিটে গেল

নবারুণ পয়েন্ট : গত ১৪ জানুয়ারী প্রথম শিফটে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শ্রমিকেরা কাজে যোগ দেননি বলে খবর। ১১ জানুয়ারীর এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্রমিকদের নিরাপত্তার দাবী নিয়ে তাঁরা ১৩ জানুয়ারী ২য় শিফটে কাজ করার পর ১৪ জানুয়ারী প্রথম শিফটে কাজে গরহাজির হন। এবং মেন গেট অবরোধ করে অন্য কর্মীদের কাজে যেতে বাধা দেন। তিনটি লেবার ইউনিয়ন এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন বলে খবর। পরে মুর্শিদাবাদের অতিরিক্ত জেলা শাসক, জেলা পুলিশ সুপার, জঙ্গিপুরের এস ডি ও র প্রতিনিধি, এস ডি পি ও এবং প্ল্যান্টের এ জি এম, ডি জি এম এবং লেবার ইউনিয়নগুলির প্রতিনিধির মধ্যে আলোচনার পর ১৪ জানুয়ারী ২য় শিফটের কাজ পুনরায় চালু হয়।

ব্যাপক ভাঙন

(১ম পাতার পর)

সদস্যদের মধ্যে গিয়াসুদ্দিন মোমিন বেনিয়াগ্রাম, গোপাল মণ্ডল বেওয়া ২ গ্রাম পঞ্চায়েত, পরেশ ঘোষ বাহাদুরপুর, মোসলেম সেখ বেনিয়াগ্রাম, আনারুল সেখ বেওয়া ২ সকলেই গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য এবং বেওয়া ২ প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বলরাম মেহেরা, সি পি এমের দলীয় সদস্য কৃষ্ণ মণ্ডল বল্লালপুরের সি পি এম কর্মী সদস্য আবতাবুদ্দিন বিশ্বাস।

বেআইনী কাজের অভিযোগ

(১ম পাতার পর)

বি এল আর ও-কে ডেকে পাঠানো হয়। কিন্তু তিনি অনুপস্থিত থাকেন। শেষ পর্যন্ত উপরের নির্দেশে ঐ রিপোর্ট সংশোধন করা হয়। উল্লেখ্য, এমদাদুল হক লালগোলায় থাকাকালীন কোন এক বেআইনী কাজ করতে গিয়ে লাঞ্ছিত হন বলে জানা যায়। স্থানীয় বিধায়ক এ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন সি পি এম সরকারী অফিসগুলিকেও দলীয় অফিস করে তুলেছেন।

তথ্য ও জনসংযোগ

(১ম পাতার পর)

কৃষ্ণনগর থেকে একজন মহিলাকে ডেপুট করা হয়েছে। তিনি পদে যোগদানের পর থেকেই ছুটিতে রয়েছেন বলে জানা যায়। জেলা তথ্য আধিকারিক বারবার মহাকরণে চিঠি চাপাটি চালিয়েও কোন সুরাহা করতে না পেরে বর্তমানে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে তেলের মূল্য বৃদ্ধি ও অভাব দেখা দেওয়ায় প্রচারের গাড়ীগুলি প্রায় অচল হয়ে পড়ায় শো দেখানোও প্রায় বন্ধ থাকছে।

কিন্তু চলবে কতদিন

(১ম পাতার পর)

দফরপুর, রাণীনগর ইত্যাদি অঞ্চলের চাষীরা ক্রমশ: ক্ষুব্ধ হয়ে সোসাইটির কাছে পাট না বিক্রির চিন্তা ভাবনা করছেন। উল্লেখ্য, জে সি আই পাট কেনার সাথে সাথে চাষীদের নগদ টাকা মিটিয়ে দিচ্ছেন। নগদ টাকা না থাকলে তাঁরা চেক দিচ্ছেন সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু মহ: মুসা ওসবের তোয়াক্কা না করে নিজের খেয়াল খুশিমত চলছেন। এভাবে প্রচুর টাকা নিজের হেফাজতে রেখে দেবার পেছনে কোন মতলব আছে কিনা সে সম্বন্ধে চাষীরা সন্দিহান। এর পূর্বে সোনালী সমবায়ের হিসাবের খাতাপত্র সব চুরি হয়ে গিয়েছে বলে তিনি থানায় অভিযোগ করে সোনালী সমবায়ের বারোটা বাজান বলে বিভিন্ন অভিযোগ উঠে। সে রকম কোন রহস্য এ ক্ষেত্রেও থাকা অসম্ভব নয় বলে পাটচাষীরা সন্দেহ করছেন। এই সংস্থার পরিচালনায় 'বর্ণালী' নামে একটি শোরুম ও বিক্রয় কাউন্টার জঙ্গিপুরে খোলা হয়। তাতে নির্দ্ধারিত সরকারী মূল্যের কাপড় ও প্রসাধন সামগ্রী বিক্রি হতো। দোকানের ক্ষতি দেখিয়ে ঐ কাউন্টারটিও হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ কাউন্টারে বিক্রি হওয়া কয়েক হাজার টাকার কাপড়ের হিসাব নাকি খাতাপত্রে পাওয়া যায়নি। জানা যায় কো: অপ: ডেভেলাপমেন্টের জনৈক অম্বিকা নন্দবাবু জঙ্গিপুর রেঞ্জের দায়িত্বে আছেন। তাঁর সাথেও নাকি মহ: মুসার খুব দহরম মহরম।

বিজ্ঞপ্তি

জুভেনাইল জাষ্টিস এ্যাক্ট ১৯৮৬ এর ৪নং ধারায় ১নং উপধারা অনুযায়ী গঠিত জুভেনাইল ওয়েলফেয়ার বোর্ড এর অধিবেশন (ত্রাণ ও কল্যাণ বিভাগের কল্যাণ শাখার ১০-৭-৮৯ তারিখের ৩৪২৬ এস ডাব্লিউ নং বিজ্ঞপ্তি অনুসারে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বীরভূম, মালদহ ও পঃ দিনাজপুর জেলার জন্য গঠিত) আগামী ২৯-১-৯১, ১-২-৯১ এবং ১৬-২-৯১ তারিখে প্রতিদিন বেলা ২টার সময় আনন্দ আশ্রম বহরমপুরে অনুষ্ঠিত হইবে আগ্রহী অভিভাবক এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহকে উক্ত অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

আদেশানুসারে
চেয়ারম্যান জুভেনাইল ওয়েলফেয়ার বোর্ড।
(Memo No. 17 INF, M/Advt, dt. 9-1-91)

অষ্ট প্রহরব্যাপী মহানাম কীর্তন

জঙ্গিপুর : গত ১৫ পৌষ সোমবার স্থানীয় সরস্বতী লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে মহাসমারোহে অষ্ট প্রহরব্যাপী শ্রী শ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের মহানাম মহাকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে ১৬ পৌষ দু' হাজারেরও অধিক ব্যক্তিকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্র পল্লীতে বড় পোষ্ট অফিসের সন্নিকটে এক কাঠা জায়গার উপর বাসযোগ্য একটি বাড়ি বিক্রী হবে। যোগাযোগ করুন।

টি হাউস
রঘুনাথগঞ্জ, সদরঘাট

Centre for Career Development Courses

এখানে সুযোগ রয়েছে :—

১। কম্পিউটার ট্রেনিং ২। স্পোকেন ইংলিশ
৩। ব্যাঙ্কিং ও রেল ইত্যাদি পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং
৪। কমার্স শিক্ষার।

নতুন বছরের ভর্তি চলছে। যোগাযোগ করুন :

এস. এন. চ্যাটার্জী বি. পি. চ্যাটার্জী

পাকুড়তলা
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

কিস্তিতে পাওয়া যায়

বাস, লরী, ম্যাটাডোর, জীপ, প্রাইভেট কার ইত্যাদি। এছাড়া সাইকেল, ফ্যান, টিভি, সোফাকাম বেড, ষ্টিল আলমারী, খাট, ড্রেসিং টেবিল প্রভৃতি দৈনিক কিস্তির মাধ্যমে পাওয়া যায়।

নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :

দিলসন্স্ মিউচুয়ালাইজার

গভঃ রেজি নং L/44399

শ্মশানঘাট রোড, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ ৭৪২২২৫

বিঃ দ্রঃ—কমিশন এজেন্ট চাই

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।